প্রোডাক্টিভ মুসলিম

মূল : মোহাম্মাদ ফারিস
ভাষান্তর : মিরাজ রহমান
হামিদ সিরাজী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

বর্তমান পৃথিবীতে কেন মুসলমানরা অবিরত মার খাচ্ছে? কেন পিছিয়ে পড়ছে? উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন মত আসতে পারে। তবে একটা ব্যাপারে সকলেই একমত, মুসলমানরা প্রোডাক্টিভিটি ও সৃষ্টিশীলতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। যার ফলে ইসলামকে একটি আনপ্রোডাক্টিভ অন্ধকার জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপনের মিথ্যা বয়ান তৈরির সুযোগ পেয়েছে ইসলামবিরোধী শক্তি। একদিকে বৈরাগ্যবাদীরা দুনিয়াকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের বানানো তত্ত্ব দিয়ে এক দুনিয়াবিমুখ অকর্মণ্য চিন্তাজগৎ সামনে এনেছে এবং আরেকদিকে, সচেতনভাবেই ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে ইসলামকে দুনিয়া থেকে আলাদা করে কেবলই এক আধ্যাত্মিক বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলামপন্থিদের একাংশ অজ্ঞাতসারে আর ইসলামবিরোধীরা সজ্ঞানে একই ব্যাখ্যা হাজির করেছে।

অথচ পুরো দৃশ্যপট ভিন্ন। সামগ্রিক জীবনের সমাধান আল-ইসলাম কী চমৎকার করেই না মানুষের প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে কাজ করছে! বলতে গেলে পুরো ইসলামই প্রোডাক্টিভিটির আধার। একজন মুসলিম প্রোডাক্টিভ না হলে সত্যি বলতে কী, ঠিকঠাক মুসলমানিত্বই ধরে রাখতে পারবে না। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ কাঠামোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন! প্রতিটি পরতে পরতে প্রোডাক্টিভিটি লুকিয়ে আছে। ইসলামি দর্শনে জীবনোদ্দেশ্য থেকে শুরু করে খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, বিশ্রাম, ইবাদত– সবখানে প্রোডাক্টিভিটি এক অনিবার্য বাস্তবতা। প্রোডাক্টিভিটির জন্য শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্মিলন খুবই জরুরি; আর ইসলাম এসবের এক অসাধারণ যুগলবন্দি তৈরি করেছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজকের পৃথিবীতে ইসলামকে অপ্রয়োজনীয় কল্পনার দ্বীন হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে– আধুনিক জীবনের সঙ্গে ইসলাম সংগতিপূর্ণ নয়। সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগের আনপ্রোডাক্টিভ ধর্ম ইসলাম, আজকের পরিবর্তিত পৃথিবীতে বড্ড সেকেলে। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানরা কতটা প্রোডাক্টিভ ভূমিকা নিয়ে পৃথিবীকে সাজিয়েছে।

প্রোডাক্টিভিটি বিশেষজ্ঞ ইংল্যান্ড-এর মোহাম্মাদ ফারিস দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে প্রোডাক্টিভিটির সম্পর্কের সমীকরণ খুঁজেছেন। তাঁর পরিশ্রমের ফসল 'The Productive Muslim' গ্রন্থ। গোটা পৃথিবীর মুসলমানরা এই গ্রন্থ পড়ে উপকৃত হচ্ছে। বইটি আন্তর্জাতিকভাবে 'বেস্ট সেলার' গ্রন্থ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য গ্রন্থটি যুগপৎভাবে অনুবাদ করেছেন জনাব মিরাজ রহমান এবং হামিদ সিরাজী। প্রায় দেড় বছর ধরে আমরা 'প্রোডাক্টিভ মুসলিম' গ্রন্থ নিয়ে কাজ করেছি। এই কর্মপ্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকলের প্রতি গার্ডিয়ান

পাবলিকেশন্স–এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অসাধারণ এই গ্রন্থ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা উচ্ছ্বসিত!

আমরা দারুণ রকম আশাবাদী। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের বুকসেলফ-এ গ্রন্থটি জায়গা করে নেবে বলে প্রত্যাশা করি। উম্মাহ হিসেবে মুসলিম পুনর্জাগরণের লড়াইয়ে নিজেদের প্রস্তুত করতে গ্রন্থটি আলোকবর্তিকা হয়ে সামনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। গ্রন্থটি নিজে পড়ে উপকারী বিবেচনা করলে অপর মুসলমানকে পড়তে উৎসাহিত করুন, প্লিজ।

সচেতন মুসলমান হিসেবে চলুন, প্রোডাক্টিভ জীবন সম্পর্কে জানি এবং বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলনে সচেষ্ট হই।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

The Productive Muslim বইটার সন্ধান পাই ২০১৭ সালে। অনলাইন ঘেঁটে অস্থির! কোথাও বইটির কোনো পিডিএফ কপি পাচ্ছি না। রকমারি ডটকম-এর চেয়ারম্যান সোহাগ ভাইয়ের সঙ্গে বাসায় ফিরছিলাম। বইটা খুঁজে পাচ্ছি না জানালে সোহাগ ভাই বললেন– 'অসাধারণ একটা বই। আমি তো অনেক দিন ধরেই বইটা পড়ছি। আমার কাছে কিন্ডেল ভার্সন আছে। আপনি চাইলে এখনই নিতে পারেন। মেইল করে দিই?'

বই নিয়ে সোহাগ ভাইয়ের এমন উদারতার পুরোনো সাক্ষী আমি। কিন্তু এবার ডিজিটাল ভার্সন নিলাম না। কারণ, বইটা ছুঁয়ে দেখতে খুব ইচ্ছা করছিল। সোহাগ ভাই পরামর্শ দিলেন রকমারিতে অর্ডার করেন, আশা করি ২০/২৫ দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ! সত্যি বলতে কী, বইটা হাতে পেয়ে উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারিনি।

আমার জীবনের এক ক্রান্তিকালে বাংলাদেশে *দ্য প্রোডাক্টিভ মুসলিম* বইটির জন্ম। সদ্য প্রসূত সন্তানকে যথাযোগ্য একজন অভিভাবকের হাতে তুলে দিয়ে আমি পৃথিবী ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ভীষণ অসুস্থ ছিলাম। ভারতে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম আর ফেরা হবে না। কিন্তু মালিকের ইচ্ছা, আবার ফেরালেন। ফিরে এসে দেখি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে নাদুস-নুদুস একটি *প্রোডাক্টিভ মুসলিম*। ভালোবাসার আন্তরিকতায় বুকে জড়িয়ে ধরলাম সেই অভিভাবক-প্রকাশককে। আর যাই হোক একটি কথা সত্য প্রমাণিত– নূর মোহাম্মাদ ভাই ভালো বই চেনেন এবং তিনি বইয়ের ভালো অভিভাবকও।

প্রোডাক্টিভ মুসলিম ইংরেজি ভাষায় পড়া আমার প্রথম বই এবং ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা প্রথম বইও। কাঁচা হাতের অনুবাদকে বই আকারে প্রকাশযোগ্য করে তোলার নেপথ্যে অবর্ণনীয় ভূমিকা রেখেছেন গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স টিম। তাদের সবার প্রতি অন্তরের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বইটিতে আরও একজন দ্বীনি ভাই অনুবাদকের ভূমিকা পালন করেছেন। ভাইটিকে আমি কখনো দেখিনি; তবে আমার বিশ্বাস– তিনি আমার চেয়ে অনেক ভালো ও দক্ষ অনুবাদক। হামিদ সিরাজী ভাইয়ের নামের পাশের আমার নামটাও যেন দরবারে এলাহিতে কবুল হয়, সেই দুআই করছি।

মিরাজ রহমান

মাদানীনগর, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

আমাদের রোলমডেল নবি মুহাম্মাদ (সা.); যাকে স্বয়ং আল্লাহ মনোনীত করেছেন গোটা মানবজাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে। নবিজির পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোটি মানুষ খুঁজে পেয়েছে জান্নাতের চির আকাঙ্ক্ষিত পথ। সময়ের স্বল্পতা, সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার পরও তারা কী করে জ্ঞান–বিজ্ঞান, শিল্প–সাহিত্য, সম্পদ–সমৃদ্ধিতে ইতিহাস গড়েছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে লেখক মোহাম্মাদ ফারিস বছরের পর বছর হেঁটেছেন সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানব সভ্যতার ইতিহাসের জ্ঞান–বিজ্ঞান, উন্নয়ন ও উৎকর্ষের শহর-নগরে। তাঁর এই সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোয় রচিত হয়েছে 'প্রোডাক্টিভ মুসলিম' গ্রন্থটি।

মুসলিম হিসেবে আমাদের সফলতার প্রতীক আম্বিয়ায়ে কেরাম, আসহাবে রাসূল, সালফে-সালিহিন। কীভাবে তারা বিশ্বাস ও কর্মের মাঝে জীবনের সুর বেঁধে নিতেন? জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রেখে কীভাবে তারা নিজের মেধা, শ্রম ও কর্মকৌশলকে কাজে লাগিয়ে মানবজমিনে দুনিয়া ও আখিরাতের শস্যের সোনা ফলাতেন? এমনসব অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচনকারী প্রশ্নের উত্তরে ভরপুর এই গ্রন্থটি।

এই গ্রন্থটিকে একটি ওয়ার্কবুক হিসেবে কাজে লাগাতে পারলে আমার বিশ্বাস– আপনি নিজের জীবনে পরিবর্তন দেখতে পাবেন। গ্রন্থটি পড়ুন। বারবার পড়ুন। নোট করুন। এর শিক্ষা কাজে লাগানোর জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। জীবন বদলের এক সেরা প্রকল্প হিসেবে মূল্যায়ন করুন গ্রন্থটির পাঠ ও অনুশীলনকে।

গ্রন্থটি পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করায় গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স-এর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান প্রত্যাশা করছি।

সবশেষে, আল্লাহর কাছে গ্রন্থটির পাঠকপ্রিয়তা এবং এর কল্যাণের প্রসার কামনা করছি।

হামিদ সিরাজী
হাতিরপুল, ঢাকা

লেখকের কথা

যখন এই বইটি লেখার সিদ্ধান্ত নিই, তখন এক বন্ধু আমাকে স্যার উইন্সটন চার্চিলের এক বক্তব্য ই-মেইল করে। এতে লেখা ছিল–

> 'বই লেখা ঠিক একটা অভিযানের মতো। শুরু করার সময় মনে হবে, এটা খুব ছোটোখাটো একটা বিষয়। তবে আস্তে আস্তে তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। সময়ের সাথে সাথে এটি আমাদেরকে তার দাস বানিয়ে ফেলে; হয়ে উঠে অত্যাচারী। ঠিক যখনই এই ভয়ংকর দৈত্যটি আপনাকে তার দাস বানিয়ে নিচ্ছে, ঠিক তখনই আপনি পাঠকদের কাছে তা প্রকাশিত করে দৈত্যটিকে হত্যা করতে পারেন।'

প্রথমে ভেবেছিলাম, মি. চার্চিল হয়তো-বা একটু বাড়িয়ে বলছেন। একটা বই লেখা কতই-বা কঠিন হবে? বহুবার খসড়া বানিয়ে নিরীক্ষা ও সম্পাদনা করে দুবছর পর আজ বুঝতে পারছি, তিনি আসলে কী বলতে চাচ্ছিলেন। সম্ভবত তিনি একটি কথা ভুলে গেছেন। আর তা হলো– 'এই অভিযানটিতে আপনি একা নন। এতে আপনাকে সাহায্য করবে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী, ডিজাইনার, সম্পাদক, বন্ধুবান্ধব; যারা আপনার এই লেখনীর অভিযাত্রাকে পরিপূর্ণ করে তুলবে।'

আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই তাদের সকলকেই, যারা এই বইটিতে এতটুকু হলেও অবদান রেখেছে। আমি প্রথমত ধন্যবাদ দিতে চাই Awakening Worlwide-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরিফ বান্না ভাইকে। তিনি এই বইটি লেখার আগে থেকেই বেশ অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছিলেন। বইটি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তিনি দারুণ আগ্রহী ছিলেন এবং বারবার বইটি পড়ে তার মূল্যবান পরামর্শ জানিয়েছেন।

আমি পুরো Awakening Worlwide টিমকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক, ব্যবস্থাপক, ডিজাইনার, মার্কেটিং অফিসার এবং আরও অনেককেই বইটি নিয়ে পরিশ্রম করেছেন। প্রাথমিক অবস্থায় মূল পাণ্ডুলিপি দেখে সম্পাদনা করে বইটিকে যৌক্তিক পর্যায়ে আনতে সহযোগিতা করার জন্য 'CommandZcontent'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক নিলস পার্কারকে ধন্যবাদ দিতে চাই।

অবশ্যই 'প্রোডাক্টিভ মুসলিম' টিমের সমর্থন ছাড়া এই বই লিখতেই পারতাম না। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এই মানুষগুলোর সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত। ধন্যবাদ তোমাদের প্রত্যেককে বন্ধু। কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই এই সময়, ত্যাগ এবং আত্মনিবেদনের জন্য তোমাদের পুরস্কৃত করতে পারেন।

‘প্রোডাক্টিভ মুসলিম’ লেখার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যাদের ন্যূনতম অবদান রয়েছে, তাদের সকলকেই বিশেষভাবে ধন্যবাদ। আমিন ইবরাহিম তিলি, আনিস সাত্রিয়, আথিফ খলিল, আসমা শেখ, আসাদ মাসুদ, আজিজুর রহমান, বসিত রহমান, সাইরিল রিদওয়ান বৌজি, দিনা আল-জোহাইরি, দিনা মুহাম্মাদ বাসিওনি, ফয়সাল ফারুকি, ফাতেমা নাফলা, ফাতেমা আহমেদ, ফাতেমা মুকাদাম, ফাতৌমা আবদৌ, ফারিয়া আমিন, হাফসা তাহের, ইকরাম ডিব, ইকরা শেখ, কিমলিয়া সারি, নাডেগ হাদ্দাদ, নাইমা চাওউ, নায়লা চৌধুরী, মাই মাহমুদ, মানার ইহমুদ, মালিকা হুক মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ আ’লা, মুহাম্মাদ হাসান আরশাদ, মুশফিকুর রহমান, লিসা জাহরান, লতিফা বেগম, কুরাতুলৈন তারিক, র‍্যাচেল ভ্যানওয়ে, রাহিনা আব্দুর রহিম, রানিজ মুহাম্মাদ, রাশা জাফর, সাজিদ আলি, সামিরা হামিদ, সামিরা মেন্দেরিয়া, সান্না আলি, সারা হাসান তৌফিক, সায়েমা জুলফিকার, সোহেল ইকবাল, সৈয়েদা ফাতেমা, উসওয়া আলি, ভিক্টর ডিরলি, জয়নব চিনয় এবং জয়নব হামদি– সকলকেই আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ।

‘প্রোডাক্টিভ মুসলিম’ টিমের সদস্যদের সঙ্গে www. productivemuslim.com ওয়েবসাইটের সকল লেখকদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের দেওয়া লেখাই আমাদের সাইটকে প্রতিদিন চালিয়ে নেয়, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের ‘প্রোডাক্টিভ মুসলিম’ সাইটের সকল পাঠক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের সমর্থনে এই সাইট চালিয়ে নিতে পারছি। আপনারা এই ওয়েবসাইটে যে অবদান রাখছেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাদের তার উত্তম প্রতিদান দিন। এই ওয়েবসাইট চালানো থেকে শুরু করে বইটি লেখা পর্যন্ত সমর্থন করার জন্য আমার সম্মানিত পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের দুআ ছাড়া এত দূর আসা কখনোই সম্ভব হতো না।

আমার এই কাজে আস্থা রেখে সমর্থন দেওয়ার জন্য আমার ভাই-বোনদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের এই সমর্থন আমার জন্য বিশাল এক প্রাপ্তি। বিশেষত হাসান খালু এবং তাহিরা খালার অবদান আমি কখনো ভুলতে পারব না। আপনারাই আমাকে এই বইটি লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন এবং এতে আমার পুরো মনোযোগ নিবেদন করার জন্য সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সর্বদা সুখী ও নিরাপদ রাখুন, হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন।

আমার নিজের এবং শ্বশুরবাড়ির বিস্তৃত পরিবার নিয়ে আমি ধন্য, তাদের আকুণ্ঠ সমর্থন আমার কাজটাকে সহজ করেছে। আমার ছোটো ছেলে উমার-এর উদ্দেশে একটা কথা বলতে চাই– ‘এই বইটি যেন তোমার এবং তোমার বাচ্চাদের একটি সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়।’ সবশেষে বলতে হয় আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর কথা; আমার সবচেয়ে বড়ো সমর্থক, সবচেয়ে ভালো বন্ধু– ফারাহ। এই জীবনে তোমার মতো স্ত্রী পেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে প্রত্যেকদিন ধন্যবাদ জানাই। তোমার প্রেম-ভালোবাসা, সমর্থন এবং আনুগত্যের জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট হবে না। শত বাধা-বিপত্তিতেও তুমি আমার এই পথ ও কাজে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছ। ভালোবাসি তোমায়, অনেক...

মোহাম্মাদ ফারিস

জানুয়ারি, ২০১৬

ভূমিকা

বই লেখা কখনোই সহজ কাজ নয়। কারণ, বই একটা স্বপ্নের শুরু মাত্র। সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার নেশায় আমি সব ধরনের ভয়-বাধা উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিই।

দুটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে বইটি লেখা শুরু করি। প্রথমত, আমি এতদিন ধরে প্রোডাক্টিভিটি সম্পর্কে যা শিখেছি ও বুঝেছি, তার সাথে ইসলামের সম্পর্ক খুঁজতে চেয়েছি। দ্বিতীয়ত, আমি সম্মানিত পাঠকদের প্রোডাক্টিভ মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছি। এই বইটি প্রচলিত 'গুরু' টাইপের বই নয়। বইটি প্রচলিত অর্থে ইসলামি সাহিত্যও নয়। বলা যায়, দুটোর সংমিশ্রণ। এ বই আপনাকে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, ইনশাআল্লাহ।

আমাকে প্রায়শই একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়– 'আপনি কোথা থেকে শুরু করলেন? আপনি কীভাবে ইসলাম ও প্রোডাক্টিভিটি– এই দুই বিষয়কে একত্র করছেন?' আসল সত্য হচ্ছে, আমার-আপনার জন্মের অনেক আগে থেকেই 'ইসলাম ও প্রোডাক্টিভিটি' দুটোই শুরু হয়েছে। শুধু মিলিয়ে না দেখার একটি জায়গায় থেকে গিয়েছিল এতদিন। www.productivemuslim.com ওয়েবসাইট খোলা আমার ভাগ্যের লেখনী ছিল। কেবল আমি অভীষ্ট লক্ষ্যপানে ছুটেছি। এখানে কোনো ভয়-ডর ও দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই সেই লক্ষ্যপথকে আপনি আপনার পুরো শরীর– হৃদয়-মন দিয়ে অনুভব করতে পারবেন। পাহাড়-পর্বত ও দুপাশের জমিন পেরিয়ে যাওয়া নদীর মতো আপনিও অনুসরণ করে যেতে থাকুন। যতক্ষণ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান-সমুদ্রে জাহাজ ভেড়াতে পারছেন না, ততক্ষণ অনুসরণ করতে থাকুন।

এই যাত্রা মূলত শুরু হয় ২০০৭ সালের নভেম্বরে। আমি গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠি। তখন দুটি শব্দ আমার কানে ভাসতে থাকে– 'প্রোডাক্টিভ মুসলিম'। মনে হচ্ছিল এই দুটি শব্দ একে অন্যের সঙ্গে অনেক মানানসই। আমি সাথে সাথেই এই নামে একটি ডোমেইন কিনে নিই। সেদিন থেকেই 'প্রোডাক্টিভ মুসলিম' ওয়েবসাইট-এর পথচলা।

শুরুতে আমরা খুবই বাজেভাবে ব্যর্থ হই। তখন আমরা আধুনিক গেজেট এবং প্রযুক্তিসংক্রান্ত ছোটোখাটো ব্লগ লিখতাম। খুব দ্রুতই বুঝতে পারি, লাখো ব্লগারদের মধ্যে থেকে বিশেষ কিছু হতে হলে আলাদা কিছু করতে হবে। আমরা কিছুদিন পর এটি একটি 'ব্যর্থ প্রচেষ্টা' ভেবে যে যার মতো নিজেদের কাজে মশগুল হই।

আমি মাস্টার্স ডিগ্রিতে মনোযোগ দিই। ডিগ্রি অর্জনের পরে এই পৃথিবী আমাকে তার আসল চেহারা দেখিয়ে দিলো। আমি জাস্ট কিছু একটা করতে চেয়েছিলাম। 'প্রোডাক্টিভ মুসলিম' ওয়েবসাইট

আবারও চালু করার চিন্তা করছিলাম। কিন্তু পূর্বের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা আমাকে ভয় পাইয়ে দিলো, সাহস হয়ে উঠল না।

আমার একটা ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। এই সাইট চালু করার সময় যে বন্ধু আমাকে সহযোগিতা করেছিল, তার ছোটো ভাই আনমনেই সেই ধাক্কাটা মেরে দিলো। একদিন বলল– 'ভাই, আপনার সেই ব্লগ কই? আপনারা কেন এটিকে ডিলেট করেছেন? এগুলো পড়তে আমার খুবই ভালো লাগত।' তখন বুঝতে পারলাম, আমাদের সাইটে অন্তত একজন হলেও ভিজিটর আছে। আমাদের সেই ভিজিটরকে হতাশ করা ঠিক হবে না। আমি আবারও আমাদের এই ওয়েবসাইটে মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এই সাইটটিকে বিশ্বের দরবারে তুলে আনার সিদ্ধান্ত নিই। আবার কি-বোর্ড হাতে বসলাম। গল্পটা আবার শুরু হলো। সেখান থেকে আমাদের এই ওয়েবসাইট এখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম জীবনযাপনের ব্লগসাইট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ!

আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছিলেন– 'আমার উম্মাহর জন্য প্রথম সময়টুকু শ্রেষ্ঠ।' প্রথম থেকে আবার সবকিছু শুরু করতে এই হাদিস আমাকে বেশ অনুপ্রাণিত করেছিল। অনেকেই প্রোডাক্টিভিটি বিষয়ে অনেক কিছুই লিখে থাকেন; সেমিনার, শিক্ষা-সমাবেশও করেন– তার সবকিছুই এই ছোটো হাদিসে লেখা আছে।

আমি তখন খুঁজতে থাকি, আমাদের ইসলাম ধর্মে এ ব্যাপারে আর কোথায় বিস্তৃত বলা হয়েছে। অবাক চোখে দেখলাম, যেখানেই তাকাই, সেখানেই প্রোডাক্টিভিটির কথা আছে। আমি পবিত্র কুরআন, সিরাত ও মুসলিম প্রজন্মের সভ্যতা থেকে এই বিষয়ে অসংখ্য উদাহারণ পেয়েছি। ১৪০০ বছর আগে থেকেই এ সকল চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটে।

এই বইটি সেই সকল মুসলমানদের জন্য, যারা প্রকৃতপক্ষে নিজের কল্যাণ ও উন্নতি কামনা করেন এবং মুসলিম উম্মাহর একজন 'প্রোডাক্টিভ নাগরিক' হতে চান।

আপনি হয়তো কুরআনের এই আয়াতটি পড়েছেন–

> 'তাঁর জন্য সবই সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে ও পেছনে তার নিযুক্ত পাহারাদার লেগে রয়েছে; যারা আল্লাহর হুকুমে তার দেখাশোনা করছে। আসলে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা বদলান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের গুণাবলি বদলে ফেলে। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে দুর্ভাগ্য কবলিত করার ফয়সালা করেন, তখন কারও রদ করায় তা রদ হতে পারে না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় এমন জাতির কোনো সহায় ও সাহায্যকারী হতে পারে না।' সূরা আর-রাদ : ১১

প্রাত্যহিক জীবনে এই আয়াতটি আমাদের একটি পথ দেখাবে ইনশাআল্লাহ! যদি আপনি মনে করেন, জীবনে কিছুই অর্জন করতে পারছেন না এবং এতে যদি আপনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং অসহায় বোধ করেন, তাহলে এই বইটি আপনার জন্য। যদি মনে করেন, আপনার মধ্যে

কিছু করে দেখানোর সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার না করার ফলে কিছুই করতে পারছেন না, তাহলে এই বইটি আপনার জন্য। যদি আপনি মনে করেন আপনার কাজ, পড়াশোনা পরিবার-পরিজন, সামাজিক জীবন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সময় মেলাতে পারছেন না, তাহলেও এই বইটি আপনার জন্যই।

এই বইটিতে আমরা আপনাদের সাথে নিয়ে অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ! আশা করি আপনারা প্রস্তুত। আপনি যখন এ বইটি পড়া শুরু করবেন, প্রোডাক্টিভিটি এবং দ্বীনকে আপনি এতদিন যেভাবে ভাবতেন, তা সম্পূর্ণ পালটে যাবে ইনশাআল্লাহ!